কালের কণ্ঠ

22 DEC 2013
পৃ: ৪ 2

অর্ধলক্ষাধিক কিন্ডারগার্টেন চলছে নিবন্ধন ছাড়াই

প্রতিষ্ঠানে সুযোগ-সুবিধার বালাই নেই, চলছে শিক্ষার নামে দেদার বাণিজ্য

শরীফুল আলম সুমন ▶

আগামী বছর প্রথম শ্রেণীতে উঠবে ছয় বছরের সামিয়া। পড়ছে রাজধানীর উত্তরায় একটি কিন্ডারগার্টেনে। কিন্তু সে এখন আর স্কুলে যেতে চায় না। কারণ হিসেবে শিশুটির মা সায়মা হোসেন বলেন, 'এইটুকুন বাচ্চাকে এত বেশি চাপ দিলে সে স্কুলে যেতে চাইবেই বা কেন? আগামী বছর বোর্ডের বই মিলিয়ে ওর বইয়ের সংখ্যা দাঁড়াবে ১৩টি। বাসায় সারা দিন চার দেয়ালে বন্দি থাকে ও। স্কুলেও একই অবস্থা। পড়ার ফাঁকে একটু দৌড়াদৌড়ি করবে, সে জায়গাটুকু পর্যন্ত নেই। স্কুল থেকে ওকে যে পড়া দেওয়া হয়, তা তৈরি করতে দিন ও রাতের অধিকাংশ সময় ব্যয় হয়। এ অবস্থায় একটি শিশুর স্কুলে না যাওয়ার ইচ্ছাটাই স্বাভাবিক। তাই ওকে এবার অন্য স্কুলে দেওয়ার চিন্তা করছি। কিন্তু যে কয়েকটা কিন্ডারগার্টেন স্কুলে খোঁজ নিয়েছি সবার অবস্থা একই। এখন করণীয় নিয়ে চিন্তায় পড়ে গেছি।'

বাংলাদেশ কিন্ডারগার্টেন শিক্ষক সমিতির হিসাব অনুযায়ী, দেশের প্রায় ৫০ হাজার কিন্ডারগার্টেনে পড়ালেখা করছে কোটিখানেক শিশু। শহর অঞ্চলের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসনসংখ্যা সীমিত হওয়ায় অভিভাবকদের একমাত্র ভরসা কিন্ডারগার্টেন। কিন্তু এখানেও স্বস্তি মিলছে না। সরকার শিশুদের এ অবস্থা বিবেচনা করে গত বছরের শেষের দিকে কিন্ডারগার্টেন নীতিমালা সংশোধন করে এবং এ বছরের জুনের মধ্যে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে নিবন্ধন নিতে বলা হয়। অথচ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করেছে মাত্র হাজার দেড়েক প্রতিষ্ঠান। তাও সব শর্ত পূরণ না করায় একটিও নিবন্ধন নিতে পারেনি। আর এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দেখভালের জন্য কোনো মনিটরিং ব্যবস্থাও নেই প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের। এ অবস্থায় দেশের প্রায় ৫০ হাজার কিন্ডারগার্টেন চলছে ইচ্ছামাফিক।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক ফারুক জলিল (অপারেশন ও পলিসি) বলেন, কিন্ডারগার্টেনগুলো পরিদর্শন করে তথ্য সংগ্রহের জন্য জেলা পর্যায়ের উপপরিচালকদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এত কিন্ডারগার্টেনের তথ্য তাঁদের পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। এখন উপজেলা ও সহকারী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারদের এই দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, স্কুলগুলোর তালিকা করতে আগামী বছরের পুরোটা লেগে যাবে।'

কিন্ডারগার্টেন শিক্ষক সমিতির চেয়ারম্যান শেখ মিজানুর রহমান বলেন, 'আমরা কিভাবে নিবন্ধন নেব? নিবন্ধন নীতিমালায় নানা কঠোর শর্ত রাখা হয়েছে। এসব পূরণ করে নিবন্ধন নেওয়া সম্ভব নয়।'

রাজধানীর বিভিন্ন কিন্ডারগার্টেন ঘুরে দেখা যায়, মানসম্পন্ন অবকাঠামো, শিক্ষার পরিবেশ, লাইব্রেরি, খেলার ইনডোর রুম ও মাঠ, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক—কিছুই নেই। অথচ শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আদায় করা হচ্ছে মোটা অঙ্কের টিউশন ফি। লিখিত-অলিখিতভাবে নানা নামে ফি আদায় তো আছেই। এর বিপরীতে শিক্ষকদের বেতন-ভাতাও যৎসামান্য। নীতিমালা অনুসারে প্রতিটি কিন্ডারগার্টেন ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিজস্ব মালিকানা অথবা ভাড়ায় মহানগর এলাকায় অন্তত ৮ শতাংশ, পৌর এলাকায় অন্তত ১২ শতাংশ ও অন্যান্য এলাকায় ৩০ শতাংশ ভূমি এবং এই ভূমির ওপর অন্তত তিন হাজার বর্গফুটের কমপক্ষে ছয় কক্ষের ভবন থাকতে হবে। ভাড়া নেওয়ার প্রমাণ হিসেবে লিখিত চুক্তি দেখাতে হবে। প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণীর জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা, প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন তিনজন মহিলা শিক্ষকসহ কমপক্ষে ছয়জন শিক্ষক থাকতে হবে। জাতীয় দৈনিকে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে। শিক্ষকদের মধ্য থেকে নির্বাচিত একজন, মেধাবী শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের মধ্য থেকে নির্বাচিত একজন, অভিভাবকদের মধ্য নির্বাচিত দুজন, উদ্যোক্তা বা প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্য থেকে নির্বাচিত বা মনোনীত তিনজন এবং পাশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে নিয়ে ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করিতে হবে। মহানগর এলাকার জন্য ৫০ হাজার, জেলা সদর ৩০ হাজার, উপজেলা সদর ও পৌরসভা ২৫ হাজার এবং ইউনিয়ন পর্যায় ১৫ হাজার টাকার নিজস্ব তহবিল থাকতে হবে। একই পরিমাণ অর্থ নিবন্ধনের জন্য জমা দিতে হবে। পাঠ্যক্রমবহির্ভূত কোনো বই পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হলে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের অনুমতি নিতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শ্যামল কান্তি ঘোষ বলেন, 'নীতিমালা প্রণয়নের পর আমরা কিন্ডারগার্টেনগুলোকে তাগিদ দিচ্ছি। উৎসাহিত করছি একটি পদ্ধতির মধ্যে আসার জন্য। এতেও কাজ না হলে আমরা ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ভাবব।'